# পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়

# ২০২১-২২ অর্থবছরের উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনার বার্ষিক প্রতিবেদন (০১ জুলাই ২০২১ – ৩০ জুন ২০২২)

## মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ-এ পেশকৃত

## পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়

## ই-গভর্ন্যান্স ও ইনোভেশন টিম

## আইসিটি অনুবিভাগ

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়
আইসিটি ও নিরাপত্তা শাখা
ঢাকা
www.mofa.gov.bd

স্মারক নম্বর: ১৯.০০.০০০০.১৭৫.৪২.০০১.২২-

তারিখঃ ১৪ জুলাই ২০২২

**বিষয়ঃ ২০২১-২২ অর্থবছরের উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনার বার্ষিক স্ব-মূল্যায়ন প্রতিবেদন দাখিল সংক্রান্ত।**

সূত্রঃ মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের পত্র নং ০৪.০০০০.৮৩৩.০৩.০০২.২০.৮৩, তারিখঃ ২৬/০৫/২২

উপর্যুক্ত বিষয় ও সূত্রস্থ পত্রের প্রেক্ষিতে আদিষ্ট হয়ে, পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের ২০২১-২২ অর্থবছরের উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনার বার্ষিক স্ব-মূল্যায়ন প্রতিবেদন প্রমাণকসহ দাখিল করা হল।

সংযুক্তিঃ বর্ণনানুযায়ী

ড. সৈয়দ মুনতাসির মামুন
মহাপরিচালক (আইটিআইটি ও আইসিটি)
ও
চীফ ইনোভেশন অফিসার

সচিব
সমন্বয় ও সংস্কার
মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা

[দৃঃ আঃ জনাব মোহাম্মদ আশরাফুল আলম, উপসচিব, ই-গভর্নেন্স-২ অধিশাখা]

সদয় অবগতি ও প্রয়োজনীয় কার্যার্থে অনুলিপি (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়)

০১. মহাপরিচালক (প্রশাসন), পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, ঢাকা।
০২. মহাপরিচালক (আইসিটি), পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, ঢাকা।
০৩. পরিচালক, পররাষ্ট্র সচিব (সিনিয়র সচিব) -এর দপ্তর, পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, ঢাকা।
০৪. অফিস কপি।

# পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের ই-গভর্ন্যান্স ও উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনা ২০২১-২০২২ মন্ত্রণালয় পর্যায়ে বার্ষিক (জুলাই ২০২১ থেকে জুন ২০২২) অগ্রগতি

| ক্রম | কর্মসম্পাদন ক্ষেত্র | মান | কার্যক্রম | কর্মসম্পাদন সূচক | একক | কর্মসম্পাদন সূচকের মান | লক্ষ্যমাত্রা ২০২১-২০২২ | | | বার্ষিক স্ব-মূল্যায়ন প্রতিবেদন |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | অসাধারণ | উত্তম | চলতি মান | |
| | | | | | | | ১০০% | ৮০% | ৬০% | |
| ১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ | ৭ | ৮ | ৯ | ১০ | ১১ |
| ১ | [১] ই-গভর্ন্যান্স ও উদ্ভাবন সংক্রান্ত কার্যক্রমের বাস্তবায়ন জোরদারকরণ | ২৯ | [১.১] উদ্ভাবনী ধারণা বাস্তবায়ন | [১.১.১] একটি নতুন উদ্ভাবনী ধারণা বাস্তবায়িত | তারিখ | ৫ | ১৬/০৩/২০২২ | ১৪/০৪/২০২২ | ০৫/০৫/২০২২ | ০৯/১২/২০২১ তারিখ নতুন উদ্ভাবনী ধারণা বাস্তবায়ন করা হয়েছে |
| | | | [১.২] সেবা সহজিকরণ | [১.২.১] একটি সেবা সহজিকৃত | তারিখ | ৫ | ২৫/০২/২০২২ | ০৪/০৩/২০২২ | ২৫/০৩/২০২২ | ০৯/১২/২০২১ তারিখ সেবা সহজিকৃত করা হয়েছে |
| | | | [১.৩] সেবা ডিজিটাইজেশন | [১.৩.১] ন্যূনতম একটি সেবা ডিজিটাইজকৃত | তারিখ | ৫ | ৩০/১২/২০২১ | ১৩/০১/২০২২ | ২০/০১/২০২২ | ০৯/১২/২০২১ তারিখ সেবা ডিজিটাইজ করা হয়েছে |
| | | | [১.৪] ইতঃপূর্বে বাস্তবায়িত উদ্ভাবনী ধারণা, সহজিকৃত ও ডিজিটাইজকৃত সেবা সংক্রান্ত পর্যালোচনা সভা | [১.৪.১] সভা আয়োজিত | তারিখ | ৪ | ৩০/০৮/২০২১ | ১৫/০৯/২০২১ | ৩০/০৯/২০২১ | ২৩/০৮/২০২১ তারিখে সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে |
| | | | [১.৫] ই-নথির ব্যবহার বৃদ্ধি | [১.৫.১] ই-ফাইলে নোট নিষ্পত্তিকৃত | % | ৬ | ৮০% | ৭০% | ৬০% | ৮০.১৫% |
| | | | [১.৬] ৪র্থ শিল্প বিপ্লবের চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় করণীয় বিষয়ে অবহিতকরণ সভা/কর্মশালা আয়োজন | [১.৬.১] সভা/কর্মশালা আয়োজিত | সংখ্যা | ৪ | ৪ | ৩ | ২ | তিনটি (০৩) কর্মশালা ও একটি (০১) সভা আয়োজন করা হয়েছে |
| ২ | [২] প্রাতিষ্ঠানিক দক্ষতা বৃদ্ধি | ২১ | [২.১] তথ্য বাতায়ন হালনাগাদকরণ | [২.১.১] তথ্য বাতায়নে সকল সেবা বক্স হালনাগাদকৃত | সংখ্যা | ৪ | ৪ | ৩ | ২ | ১ম, ২য়, ৩য় ও ৪র্থ কোয়ার্টার হালনাগাদ করা হয়েছে। |
| | | | | [২.১.২] বিভিন্ন প্রকাশনা ও তথ্যাদি তথ্য বাতায়নে প্রকাশিত | সংখ্যা | ২ | ৪ | ৩ | ২ | ১ম, ২য়, ৩য় ও ৪র্থ কোয়ার্টার হালনাগাদ করা হয়েছে। |
| | | | [২.২] ই-গভর্ন্যান্স ও উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়ন | [২.২.১] কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়ন সংক্রান্ত প্রশিক্ষণ আয়োজিত | সংখ্যা | ৩ | ৪ | ৩ | | ৪টি প্রশিক্ষণ সভা আয়োজন করা হয়েছে। |
| | | | | [২.২.২] ই-গভর্ন্যান্স কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়নের জন্য বরাদ্দকৃত অর্থ ব্যয়িত | % | ৩ | ৮০% | ৭০% | ৬০% | ই-গভর্ন্যান্স প্রশিক্ষণ খাতে অর্থ ব্যয় করা হয়েছে। (১০০%) |
| | | | | [২.২.৩] কর্মপরিকল্পনার বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যালোচনা সংক্রান্ত সভা আয়োজিত | সংখ্যা | ৩ | ৪ | ৩ | ২ | চারটি (০৪) সভা আয়োজন করা হয়েছে। |

| ক্রম | কর্মসম্পাদন ক্ষেত্র | মান | কার্যক্রম | কর্মসম্পাদন সূচক | একক | কর্মসম্পাদন সূচকের মান | লক্ষ্যমাত্রা ২০২১-২০২২ | | | বার্ষিক স্ব-মূল্যায়ন প্রতিবেদন |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | অসাধারণ | উত্তম | চলতি মান | |
| | | | | | | | ১০০% | ৮০% | ৬০% | |
| ১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ | ৭ | ৮ | ৯ | ১০ | ১১ |
| | | | | [২.২.৪] কর্মপরিকল্পনার অর্ধবার্ষিক স্ব-মূল্যায়ন প্রতিবেদন মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে/ ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের নিকট প্রেরিত | তারিখ | ৩ | ১৩/০১/২০২২ | ২০/০১/২০২২ | ২৭/০১/২০২২ | অর্ধবার্ষিক স্ব-মূল্যায়ন প্রতিবেদন প্রেরণ করা হয়েছে |
| | | | | [২.২.৫] দেশে/বিদেশে বাস্তবায়িত ন্যূনতম একটি উদ্যোগ পরিদর্শনকৃত | সংখ্যা | ৩ | ৩০/০৫/২০২২ | ৩০/০৬/২০২২ | - | কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন করা হয়েছে। |

# সূচীপত্র


| কর্মসম্পাদন ক্ষেত্র | কার্যক্রম | কর্মসম্পাদন সূচক | প্রমাণক | পৃষ্ঠা |
|---|---|---|---|---|
| ভূমিকা | | | | ০১ |
| | [১.১] উদ্ভাবনী ধারণা বাস্তবায়ন | [১.১.১] একটি নতুন উদ্ভাবনী ধারণা বাস্তবায়িত | myGov প্ল্যাটফর্মের মাধ্যমে কনস্যুলার সার্ভিস ডিজিটালাইজকরণ | ১০ |
| | | | myGov প্ল্যাটফর্মে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের ৬২ (বাষট্টি) টি সেবা সেবাপ্রত্যাশীদের জন্য উন্মুক্তকরণ সংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তি | ৩৭ |
| | | | মাইগভ র‍্যাপিড ডিজিটাইজেশন পদ্ধতিতে মন্ত্রণালয়/বিভাগ ও তদধীন দপ্তর/সংস্থার ডিজিটাইজড সেবাসমূহ নাগরিকদের জন্য উন্মুক্তকরণ সংক্রান্ত এটুআই-এর পত্র | ৩৯ |
| | | | পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের ওয়েবসাইটের মেনুবারে myGov -এর কনসুল্যার সেবাসমূহের লিংক | ৪৩ |
| | | | পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের ওয়েবসাইটের মেনুবারে myGov -এর প্রশাসনিক সেবাসমূহের লিংক | ৪৫ |
| | [১.২] সেবা সহজিকরণ | [১.২.১] একটি সেবা সহজিকৃত | myGov প্ল্যাটফর্মে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের ৬২ (বাষট্টি) টি সেবা সেবাপ্রত্যাশীদের জন্য উন্মুক্তকরণ সংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তি | ৩৭ |
| | | | মাইগভ র‍্যাপিড ডিজিটাইজেশন পদ্ধতিতে মন্ত্রণালয়/বিভাগ ও তদধীন দপ্তর/সংস্থার ডিজিটাইজড সেবাসমূহ নাগরিকদের জন্য উন্মুক্তকরণ সংক্রান্ত এটুআই-এর পত্র | ৩৯ |
| | | | পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের ওয়েবসাইটের মেনুবারে myGov -এর কনসুল্যার সেবাসমূহের লিংক | ৪৩ |
| | | | পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের ওয়েবসাইটের মেনুবারে myGov -এর প্রশাসনিক সেবাসমূহের লিংক | ৪৫ |
| | [১.৩] সেবা ডিজিটাইজেশন | [১.৩.১] ন্যূনতম একটি সেবা ডিজিটাইজকৃত | myGov প্ল্যাটফর্মে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের ৬২ (বাষট্টি) টি সেবা সেবাপ্রত্যাশীদের জন্য উন্মুক্তকরণ সংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তি | ৩৭ |
| | | | মাইগভ র‍্যাপিড ডিজিটাইজেশন পদ্ধতিতে মন্ত্রণালয়/বিভাগ ও তদধীন দপ্তর/সংস্থার ডিজিটাইজড সেবাসমূহ নাগরিকদের জন্য উন্মুক্তকরণ সংক্রান্ত এটুআই-এর পত্র | ৩৯ |
| | | | পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের ওয়েবসাইটের মেনুবারে myGov -এর কনসুল্যার সেবাসমূহের লিংক | ৪৩ |
| | | | পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের ওয়েবসাইটের মেনুবারে myGov -এর প্রশাসনিক সেবাসমূহের লিংক | ৪৫ |

| কর্মসম্পাদন ক্ষেত্র | কার্যক্রম | কর্মসম্পাদন সূচক | প্রমাণক | পৃষ্ঠা |
|---|---|---|---|---|
| | [১.৪] ইতঃপূর্বে বাস্তবায়িত উদ্ভাবনী ধারণা, সহজিকৃত ও ডিজিটাইজকৃত সেবা সংক্রান্ত পর্যালোচনা সভা | [১.৪.১] সভা আয়োজিত | Dutabash অ্যাপের সংস্করণ ২.০ এর উপর পর্যালোচনা ও সংস্করণ ২.১ এ উন্নীতকরণ বিষয়ে পর্যালোচনা সভার অফিস আদেশ। | ৪৮ |
| | | [১.৪.২] ডিজিটাল বাংলাদেশ দিবস ২০২১ উদযাপন | পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় কর্তৃক ডিজিটাল বাংলাদেশ দিবস ২০২১ উদযাপন | ৫০ |
| | | [১.৪.৩] সভা আয়োজিত | সিনিয়র অফিসিয়াল মিটিং এবং মাইগভ ডিজিটাল সার্ভিস/ডিজিটাল আর্কাইভ সিস্টেম/ ইউনিফাইড ওয়েবসাইট/ই-নথি ব্যবহার বৃদ্ধি পর্যালোচনা সভা | ৬৩ |
| | [১.৫] ই-নথির ব্যবহার বৃদ্ধি | [১.৫.১] ই-ফাইলে নোট নিষ্পত্তিকৃত | পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের এর ই-নথি কার্যক্রমের রিপোর্ট (০১ জুলাই ২০২১- ৩০ জুন ২০২২) | ৬৭ |
| | [১.৬] ৪র্থ শিল্প বিপ্লবের চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় করণীয় বিষয়ে অবহিতকরণ সভা/কর্মশালা আয়োজন | [১.৬.১] সভা/কর্মশালা আয়োজিত | "চতুর্থ শিল্প বিপ্লব" বিষয়ক কর্মশালার নোটিশ | ৭২ |
| | | | "ICT as a Foreign Policy Tool" বিষয়ক ওয়েবিনারের নোটিশ | ৭৬ |
| | | | পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তাদের জন্য "কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা ও জনকূটনীতি" বিষয়ক কর্মশালার অফিস আদেশ | ৭৯ |
| | | | চতুর্থ শিল্পবিপ্লবের আলোকে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের ডিজিটাল সার্ভিস ডিজাইন সংক্রান্ত পর্যালোচনা সভার সরকারি পত্র | ৮০ |
| [২] প্রাতিষ্ঠানিক দক্ষতা বৃদ্ধি | [২.১] তথ্য বাতায়ন হালনাগাদকরণ | [২.১.১] তথ্য বাতায়নে সকল সেবা বক্স হালনাগাদকৃত | পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের ২০২১-২২ অর্থবছরের অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত বার্ষিক কর্মপরিকল্পনার অগ্রগতি প্রতিবেদনের সরকারি পত্র | ৮১ |
| | | | পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের অভিযোগ নিষ্পত্তিকারী কর্মকর্তাগণের তথ্যাদি | ৮৩ |
| | | | পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের অভিযোগ প্রতিকার সংক্রান্ত আয়োজিত সভা ও কর্মশালার সরকারি পত্র | ৮৪ |
| | | | পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি সংক্রান্ত দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাগণের তালিকা | ১০২ |
| | | | পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল বাস্তবায়ন সংক্রান্ত কর্মকর্তাদের তালিকা | ১০৪ |
| | | [২.১.২] বিভিন্ন প্রকাশনা ও তথ্যাদি | Press releases published on the website (01 July 2021- 30 June 2022) | ১১০ |

| কর্মসম্পাদন ক্ষেত্র | কার্যক্রম | কর্মসম্পাদন সূচক | প্রমাণক | পৃষ্ঠা |
|---|---|---|---|---|
| | | তথ্য বাতায়নে প্রকাশিত | Circulars published on the website (01 July 2021- 30 June 2022) | ১৩৭ |
| | | | Government orders published on the website (01 July 2021- 30 June 2022) | ১৩৮ |
| | | | Statements published on the website (01 July 2021- 30 June 2022) | ১৫৮ |
| | [২.২] ই-গভর্ন্যান্স ও উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়ন | [২.২.১] কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়ন সংক্রান্ত প্রশিক্ষণ আয়োজিত | পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তাদের জন্য "সেবা প্রদান প্রতিশ্রুতি" বিষয়ক কর্মশালার অফিস আদেশ | ১৬০ |
| | | | "ই-গভর্নেন্স কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়ন" বিষয়ক কর্মশালার অফিস আদেশ | ১৬১ |
| | | | বিদেশস্থ বাংলাদেশ দূতাবাসের কর্মকর্তা/কর্মচারীদের জন্য 'অভিন্ন ওয়েবসাইট ব্যবস্থাপনা' বিষয়ক প্রশিক্ষণ কর্মশালার সরকারি পত্র | ১৬২ |
| | | | পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের ই-গভর্ন্যান্স ও ইনোভেশন সংক্রান্ত কর্মশালার অফিস আদেশ | ১৭০ |
| | | [২.২.২] ই-গভর্ন্যান্স কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়নের জন্য বরাদ্দকৃত অর্থ ব্যয়িত | পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের আইসিটি অনুবিভাগের পরিচালনায় ই-গভর্ন্যান্স ও ইনোভেশন সংক্রান্ত কর্মশালায় উপস্থিত কর্মকর্তাদের সম্মানীভাতা সংক্রান্ত সরকারি মঞ্জুরী পত্র। | ১৭৭ |
| | | [২.২.৩] কর্মপরিকল্পনার বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যালোচনা সংক্রান্ত সভা আয়োজিত | পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের ই-গভর্ন্যান্স ও ইনোভেশন সংক্রান্ত কার্যক্রম পরীবিক্ষণ ও মূল্যায়ন সংক্রান্ত সভার নোটিশ | ১৮৩ |
| | | | ডিজিটাল পুলিশ ক্লিয়ারেন্স রিপোর্ট myGov প্ল্যাটফর্মে ইন্টিগ্রেশন সংক্রান্ত সভার নোটিশ | ১৮৭ |
| | | | পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সেবাসমূহ myGov প্ল্যাটফর্মে অন্তর্ভুক্তকরণ সংক্রান্ত পর্যালোচনা সভার নোটিশ | ১৮৯ |
| | | | ২০২১-২২ অর্থবছরের ই-গভর্ন্যান্স ও ইনোভেশন কর্মপরিকল্পনার বাস্তবায়ন অগ্রগতি নিরীক্ষণ এবং ২০২২-২৩ অর্থবছরের ই-গভর্ন্যান্স ও ইনোভেশন কর্মপরিকল্পনা সংক্রান্ত পর্যালোচনা সভার সরকারি পত্র | ১৯১ |
| | | [২.২.৪] কর্মপরিকল্পনার অর্ধবার্ষিক স্ব-মূল্যায়ন প্রতিবেদন মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে/ উর্ধ্বতন | ২০২১-২২ অর্থবছরের বার্ষিক উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনার অর্ধবার্ষিক স্ব-মূল্যায়ন প্রতিবেদন দাখিলের নিমিত্ত প্রেরণকৃত সরকারি পত্র | ১৯৭ |

| কর্মসম্পাদন ক্ষেত্র | কার্যক্রম | কর্মসম্পাদন সূচক | প্রমাণক | পৃষ্ঠা |
|---|---|---|---|---|
| | | কর্তৃপক্ষের নিকট প্রেরিত | | |

| কর্মসম্পাদন ক্ষেত্র | কার্যক্রম | বিষয় | পৃষ্ঠা |
|---|---|---|---|
| [৩] ভবিষ্যৎ কর্মপরিকল্পনা | [৩.১] ভবিষ্যৎ উদ্ভাবনী ধারণাসমূহ | [৩.১.১] নতুন উদ্ভাবনী ধারণাসমূহের খসড়া তালিকা প্রণয়ন<br>Upcoming projects for Ministry of Foreign Affairs | ৩২৪ |


## পরিশিষ্ট


| নং | ক্ষেত্র | বিষয় | পৃষ্ঠা |
|---|---|---|---|
| ০১. | কর্মপরিকল্পনা | Sheikh Hasina Neural Network: Converting Bangladesh Foreign Office into an operating arm for PMO AI | ১৯৯ |
| ০২. | কর্মপরিকল্পনা | Dhaka Foundry: Building Tech Minds and Ventures | ২১১ |
| ০৩. | লিখিত বক্তব্য | পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে আইসিটি অনুবিভাগ কর্তৃক 'ICT as a Foreign Policy Tool' শীর্ষক ওয়েবিনার আয়োজন | ২১৫ |
| ০৪. | প্রেস রিলিজ | পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় ও বিদেশস্থ ৮১টি মিশনে পদ্মা সেতু উদ্বোধনী অনুষ্ঠান একযোগে লাইভ সম্প্রচার | ২২২ |
| ০৫. | কর্মপরিকল্পনা | পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের ডিজিটাল রূপান্তরের মহাপরিকল্পনা বিষয়ক কর্মশালা | ২২৭ |
| ০৬. | কর্মপরিকল্পনা | Terms of Reference for Electronic Documents Management System (EDMS) and Digital Archiving Service | ২৪১ |
| ০৭. | লিখিত বক্তব্য | Inter-Ministerial Meeting of the Committee on "Branding Bangladesh Abroad" on Preparation, Planning, Implementation and Monitoring of Possible Challenges of Bangladesh in the context of graduation from Least Developed Countries | ২৯০ |
| ০৮. | কর্মপরিকল্পনা | Branding Bangladesh Abroad | ২৯৩ |
| ০৯. | পাবলিকেশন | Newsletter: Economic Diplomacy Week 2022 | ৩১৯ |

## পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের ২০২১-২২ অর্থবছরের উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনার বার্ষিক স্ব-মূল্যায়ন প্রতিবেদন প্রারম্ভিকা

মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর ডিজিটাল বাংলাদেশ ও জনমুখী সিভিল সার্ভিস বিনির্মাণের লক্ষ্যে এবং প্রধানমন্ত্রীর দপ্তর ও মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের বিভিন্ন নির্দেশনা অনুযায়ী বাংলাদেশ সরকারের সকল পরিষেবাগুলিকে একটি পোর্টালে এক ছাতার নীচে/এক প্ল্যাটফর্মে আনার জন্য, পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় ও মিশনসমূহের সম্পূর্ণ কনস্যুলার সেবা এবং সদর দপ্তর ও বিদেশস্থ বাংলাদেশ মিশনসমূহের প্রশাসনিক পরিষেবা ও অভ্যন্তরীণ সেবাগুলাকে ডিজিটালাইজেশনের জন্য পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় কাজ করছে। বিগত বছরে, মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর স্বপ্ন 'ডিজিটাল বাংলাদেশের মূল নীতিগুলো বাস্তবায়ন করার জন্য সদর দপ্তর ও বাংলাদেশ মিশনসমূহে ধারাবাহিকভাবে বেশ কয়েকটি উদ্যোগ বাস্তবায়ন করেছে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়।

### পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় এর সাপেক্ষে ই-গভর্ন্যান্স এর সংজ্ঞায়ন

০২। ই-গভর্ন্যান্স বিষয়ে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ থেকে জারীকৃত নির্দেশমালার আলোকে মাননীয় পররাষ্ট্র মন্ত্রী মহোদয়, মাননীয় পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী মহোদয় এবং পররাষ্ট্র সচিব (সিনিয়র সচিব) বিভিন্ন সময়ে যে সমস্ত নির্দেশনা প্রদান করেছেন তার সারবস্তু হলো ই-গভর্ন্যান্স সুশাসন প্রতিষ্ঠার জন্য একটি অত্যাধুনিক উদ্যোগ। পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের ক্ষেত্রে ই-গভর্ন্যান্স ব্যবস্থায় দেশে ও দেশের বাইরে একজন নাগরিক স্বল্প ব্যয়ে, ঝামেলাবিহীনভাবে সপ্তাহে সাত দিন; দিনে চব্বিশ ঘন্টা সরকারি সেবা পেতে পারে। ই-গভর্ন্যান্স ব্যবস্থায় স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতা আসে, দুর্নীতি হ্রাস পায়। তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি ব্যবহার করে সরকারি সেবা সমাজের সকল মানুষের কাছে পৌঁছে দেওয়ার এবং তথ্য প্রযুক্তির ব্যবহারের মাধ্যমে নাগরিক, ব্যবসা খাত এবং অন্য সকল প্রতিষ্ঠানের সাথে সম্পর্ক পুনঃনির্ধারণ করার যে আধুনিকতম পদ্ধতি তাই ই-গভর্ন্যান্স। ই-গভর্ন্যান্স এর ফলে সরকারি কাজ দ্রুত হয়। অর্থাৎ মানুষের সময়, অর্থ ও শ্রম সাশ্রয় হয়। যদি সফটওয়্যার এর মাধ্যমে কাজ করা হয়, তবে দালালদের দৌরাত্ম ও দূর্নীতি যেমন ঘুষের লেনদেন রোধ করা সম্ভব হয়। এছাড়া তথ্য সংরক্ষণ ও আদান-প্রদান ও সহজ এবং সাশ্রয়ী হয়। আর এর ফলে জবাবদিহিতা ও স্বচ্ছতা নিশিত করা যায়। এই সকল বিষয় পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের এবং বিদেশস্থ বাংলাদেশ মিশনসমূহের কার্যপদ্ধতি আওতায় আনার চেষ্টার কথা সেখানে বার বার উঠে এসেছে।

### পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় এর সাপেক্ষে ইনোভেশন এর সংজ্ঞায়ন

০৩। একই সময়ে ইনোভেশন বিষয়ে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ থেকে জারীকৃত নির্দেশমালার আলোকে বিভিন্ন সময়ে মাননীয় পররাষ্ট্রমন্ত্রী মহোদয়, মাননীয় পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী মহোদয় এবং পররাষ্ট্র সচিব (সিনিয়র সচিব) কর্তৃক প্রদত্ত নির্দেশমালার মধ্যে ছিল: ইনোভেশন টিম গঠনের মাধ্যমে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের প্রতিটি দপ্তরে সেবা প্রদান এবং অভ্যন্তরীণ কর্মপ্রক্রিয়ায় গুণগত পরিবর্তন আনার লক্ষ্যে সৃজনশীল আইসিটি চর্চার সংস্কৃতি এবং ক্ষেত্র তৈরি করা; এরূপ সৃজনশীলতাকে মন্ত্রণালয়ের প্রতিটি পর্যায়ে প্রাতিষ্ঠানিকীকরণ; এবং পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় ও এর মিশনসমূহের কর্মকান্ডে সৃজনশীল উদ্যোগকে ক্রমান্বয়ে একটি নিয়মবদ্ধ বিষয় হিসাবে প্রতিষ্ঠা করা। মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ থেকে জারীকৃত প্রজ্ঞাপনের আলোকে –

ক. পরিবর্তনের রূপকার হিসাবে সরকারি কাজকর্মে উদ্ভাবনী উদ্যোগ গ্রহণ ও নেতৃত্ব প্রদান করা;
খ. সেবা প্রদান পদ্ধতি সহজিকরণ করা;
গ. ই-সেবা সম্প্রসারণে সক্রিয় ভূমিকা রাখা;
ঘ. আইসিটি বিষয়ক জাতীয় নীতিমালা ও কৌশল বাস্তবায়ন; এবং
ঙ. নিজ অধিক্ষেত্রে উদ্ভাবন ও আইসিটি বিষয়ক কার্যক্রমে প্রতিনিধিত্ব করার জন্যও ইনোভেশন টিমকে ঢেলে সাজানোর পরিকল্পনার কথা সেখানে ছিল।

০৪। ই-গভর্ন্যান্স ও ইনোভেশন সংক্রান্ত কার্যক্রম সফল করার জন্য পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় বদ্ধ পরিকর। এটির জন্য দরকারী ভিত্তি অর্জন করার জন্য পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় ই-গভর্ন্যান্স এর ০৭ টি মূল ভিত্তি (ই-নথি/ডি-নথি, ডিজিটাল আর্কাইভ, দূতাবাস, মাইগভ (MyGov), বৈঠক অ্যাপ, গভর্মেন্ট রিসোর্স প্লানিং (জিআরপি), ডিজিটাল সার্ভিস ডিজাইন ল্যাব) এর উপর গত ০১ (এক) বছর যাবত কাজ করছে। ই-গভর্ন্যান্স-এর মূল ভিত্তি প্রতিষ্ঠার জন্য পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় কাজ করে যাচ্ছে ও এই লক্ষ্যে

পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় ★ ঢাকা ★ গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

২০২১-২২ অর্থবছরে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ কর্তৃক জারীকৃত নির্দেশমালা বাস্তবায়নে সচেষ্ঠ রয়েছে। নতুন অর্থবছরে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ কর্তৃক নির্দেশিত হয়ে কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়নের কার্যক্রম শুরু করেছে। পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সেবাসমূহ জনগণের দোরগোড়ায় সহজে ও কম সময়ে পৌঁছে দেওয়া পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের অভীষ্ট লক্ষ্য।

**পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় কর্তৃক এ লক্ষ্য অর্জনে ইতোমধ্যে সম্পাদিত কিছু মূল উদ্যোগ হল:**

### ৪.১. অভিন্ন ও আইডেন্টিকেল ওয়েবসাইট

মন্ত্রণালয় a2i এর সহায়তায় আগামি ০৭ জুলাই ২০২২ তারিখে অভিন্ন ওয়েবসাইটের প্রধান সংস্করণ উদ্বোধন করতে যাচ্ছে এবং এর মাধ্যমে প্রায় এক দশক দীর্ঘ উদ্যোগের সমাপ্তি হয়েছে। পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় গত ২০২১ সালের নভেম্বর মাসে অভিন্ন ওয়েবসাইটের বেটা সংস্করণ চালু করে। এরপর গত ০৮ মাস যাবত প্রয়োজনীয় সংস্করণের পর অভিন্ন ওয়েবসাইটের চূড়ান্ত সংস্করণ প্রস্তুত করা হয়েছে। অভিন্ন ও আইডেন্টিক্যাল ওয়েবসাইটগুলো ইতোমধ্যে লাইভ কার্যক্রম পরিচালনা করছে এবং এর মাধ্যমে প্রবাসী বাংলাদেশী ও অন্যান্য সেবা প্রার্থীদের প্রয়োজনীয় সেবা প্রদান করছে। অভিন্ন ওয়েবসাইটের মাধ্যমে ৮১ টি বাংলাদেশ মিশন ও মন্ত্রণালয়ের ওয়েবসাইটের আউটলুক একই থাকবে, কিন্তু তথ্য ভিন্ন থাকবে। পোর্টালটি অ্যাক্সেস করার জন্য শুধুমাত্র মিশনের নামটি keying-in করা প্রয়োজন। ওয়েবসাইটে এড্রেস ও মেনুবারও একই রকম থাকবে। এটির সফল ও মসৃণ বাস্তবায়নের জন্য a2i এর সহযোগীতায় ২০২১-২২ অর্থবছরে সর্বমোট ০৬ টি প্রশিক্ষণ কর্মশালা আয়োজন করা হয়েছে। এই প্রশিক্ষণ কর্মশালায় মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তাগণ ও বিদেশস্থ বাংলাদেশ মিশনসমূহের কর্মকর্তাগণ অংশগ্রহণ করেছেন।

### ৪.২. মাইগভ (MyGov) প্ল্যাটফর্মের মাধ্যমে কনস্যুলার সার্ভিস ডিজিটালাইজকরণ

পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় মাইগভ (MyGov) টিমের সদয় সহায়তায় ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে ৩৪টি কনস্যুলার পরিষেবা এবং ২৮টি অভ্যন্তরীণ পরিষেবা আনতে সক্ষম হয়েছে। পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় মাইগভ টিমের সহায়তায় ৭২ ঘন্টা ব্যাপী ডিজাইন, ভ্যালিডেশন এবং ইন্টিগ্রেশন কর্মশালার তিনটি রাউন্ড শেষ করার পরে, ৩৪টি কনস্যুলার পরিষেবা এবং ২৮টি অভ্যন্তরীণ পরিষেবার কার্যকারিতা যাচাইকরণের জন্য ক্রস-চেক করার কাজ সম্পন্ন করেছে। এরপরে গত বছর ডিসেম্বর মাসের ১২ তারিখ ডিজিটাল বাংলাদেশ দিবসে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সেবাসমূহ মাইগভ প্ল্যাটফর্মে উন্মুক্ত করা হয়েছে। বর্তমানে সরকারের এই প্ল্যাটফর্মে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের ৬২টি সেবা লাইভ আছে এবং যথাযথ আবেদনের ভিত্তিতে সেবাপ্রার্থীদের ডিজিটালি সেবা প্রদান করা হচ্ছে। পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের ওয়েবসাইটের মেনুবারে মাইগভ প্ল্যাটফর্মের লিংক দেওয়া আছে যেখান থেকে সেবাপ্রত্যাশীগণ সহজেই কনস্যুলার ও সিটিজেন চার্টারভুক্ত অন্যান্য সেবা লাভ করতে সমর্থ হচ্ছেন। এছাড়া পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় মাইগভ প্ল্যাটফর্ম থেকে সেবা গ্রহণ করতে জনগণকে উদ্বুদ্ধ করতে নানাবিধ প্রচারণা কার্যক্রম পরিচালনা করছে। পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সমস্ত পরিষেবাগুলি এখন UDC (ইউনিয়ন ডিজিটাল সেন্টার) এবং ৩৩৩ কল-লাইন থেকে পাওয়া যাবে। এতে প্রথমবারের মতো বাংলাদেশের সমস্ত শহর ও গ্রাম থেকে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সকল ধরনের পরিষেবা আর্কিটেকচারে এক ক্লিকে পৌঁছানো যাবে। MyGov প্ল্যাটফর্মে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সেবাপ্রদান সংক্রান্ত প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ ইতোমধ্যে আয়োজন করা হয়েছে। এই গুচ্ছ পরিষেবাটি বিদেশস্থ সকল প্রবাসীদের নিকট পৌঁছানোর জন্য বর্তমানে নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে।

### ৪.৩. দূতাবাস (Dutabash) অ্যাপ সংস্করণ ২.১

মন্ত্রণালয় ২০১৯ সালে 'দূতাবাস' (Dutabash) অ্যাপ্লিকেশনটি চালু করে যা ৩৪ টি কনস্যুলার এবং কল্যাণমূলক পরিষেবা প্রদানের জন্য (পূর্বে এই সেবাগুলো মন্ত্রণালয় ম্যানুয়ালি প্রদান করা হত) একটি ডিজিটাল প্ল্যাটফর্ম। কিছু প্রযুক্তিগত এবং প্রশাসনিক ত্রুটির জন্য অ্যাপটি আশানুরূপ কাজ করেনি। এই ডায়নামিক অ্যাপ্লিকেশনটি বাংলাদেশে এবং বিদেশে বসবাসকারী সেবাপ্রার্থীদের জন্য চালু করা হয়েছে। এই অ্যাপ্লিকেশনটি অ্যান্ড্রয়েড এবং আইওএস উভয় প্ল্যাটফর্মে ব্যবহার করা যেতে পারে। গত কয়েক মাস ধরে, মন্ত্রণালয় 'Dutabash v.02' চালু করার জন্য কাজ

করেছে এবং ২০২১ সালের শেষ নাগাদ মন্ত্রণালয় এই অ্যাপটিকে সারা বিশ্ব জুড়ে সেবাগ্রহণকারীদের জন্য ব্যবহারের উপযোগী করে তুলেছে।

### ৪.৪. দ্বিপাক্ষিক এবং বহুপাক্ষিক বিভিন্ন বৈঠকের জন্য বৈঠক (Boithok) অ্যাপ ব্যবহার করা

বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিল এবং আইসিটি বিভাগ দ্বারা যৌথভাবে উদ্ভাবিত বৈঠক অ্যাপ ব্যবহারের ক্ষেত্রে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় ছিল অগ্রগামী। শুধু ব্যবহারই নয়, কোভিড পরিস্থিতিতে এই অ্যাপটি ব্যবহারের জন্য প্রচারণাও করা হয়েছে। বিভিন্ন পর্যায়ের সরকারী ও কূটনৈতিক ভার্চুয়াল সভা এই অ্যাপ ব্যবহারের মাধ্যমে আয়োজন করা হয়েছে।

### ৪.৫. বিদেশস্থ বাংলাদেশ মিশনসমূহে আইবাস++ (ibas++) পদ্ধতি চালুকরণ

পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় ২০২১-২২ অর্থবছরে বিদেশে অবস্থিত বাংলাদেশ দূতাবাসসমূহে আইবাস++ (ibas++) পদ্ধতি চালুকরণের কাজ শুরু করেছে। মন্ত্রণালয় সফলতার সাথে সিঙ্গাপুর, কলকাতা, আগরতলা, গুয়াহাটি, নেপাল, কাতার, আরব আমিরাতসহ সর্বমোট ২০টি বাংলাদেশ মিশনে আইবাস++ (ibas++) পদ্ধতি চালু করেছে। পর্যায়ক্রমে সবগুলো বাংলাদেশ মিশনে আইবাস++ (ibas++) পদ্ধতি চালুকরণের কাজ চলমান রয়েছে।

## ই-গভর্ন্যান্স এবং ইনোভেশন বিষয়ে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের ভবিষ্যৎ কর্মপরিকল্পনা

০৫। জনমুখী ও ইনক্লুসিভ ডিজিটাল বাংলাদেশ বাস্তবায়নের জন্য পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় উদ্ভাবনের বিকাশকে গুরুত্ব দিয়ে আইসিটি ডোমেনে কাজ করছে। এই উদ্যোগগুলো বাংলাদেশের অর্থনৈতিক কূটনীতি ও জনকূটনীতির অংশ। পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের চলমান উদ্যোগগুলোর মধ্যে আছে:

৫.১. ই-নথি এবং ডিজিটাল-নথি (ডি-নথি) মন্ত্রণালয়ের পাশাপাশি বিদেশস্থ বাংলাদেশের মিশনসমূহে চালু করার লক্ষ্যে মিশনগুলোর অর্গানোগ্রাম নিশ্চিতকণের জন্য বাংলাদেশ দূতাবাসসমূহ, বাংলাদেশ হাইকমিশনসমূহ, উপ-হাইকমিশনসমূহ, সহকারী হাইকমিশনসমূহ, কনস্যুলেট জেনারেলসমূহ, কনস্যুলেটসমূহ ও বাংলাদেশ স্থায়ী মিশনসমূহে খসড়া অর্গানোগ্রাম প্রেরণ করা হয়েছে মিশনসমূহের ভেরিফিকেশন চলমান রয়েছে এবং দেশব্যাপী ডি-নথি চালুকরণের পর একই সাথে মন্ত্রণালয় ও বিদেশে অবস্থিত মিশনসমূহে ডি-নথি চালুকরণের জন্য প্রয়োজনীয় প্রস্তুতি সম্পন্ন করা হয়েছে।

৫.২. পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের নথি ও অন্যান্য দলিলাদি সঠিকভাবে সংরক্ষণের নিমিত্ত ডিজিটাল আর্কাইভ ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার কাজ শুরু করা হয়েছে। এর মাধ্যমে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের গুরুত্বপূর্ণ দলিলাদি সঠিকভাবে সংরক্ষণ করা সম্ভবপর হবে। এই সংক্রান্ত কার্যাবলি সম্পন্ন করার জন্য পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় আইসিটি বিভাগ ও এটুআই-এর সাথে কার্যক্রম পরিচালনা করছে। এই সংক্রান্ত একটি খসড়া টার্মস অব রেফারেন্স এই রিপোর্টের পরিশিষ্ট অংশে সংযুক্ত আছে।

৫.৩. পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় ও বিদেশস্থ বাংলাদেশ মিশনসমূহে গভর্মেন্ট রিসোর্স প্লানিং (জিআরপি) চালুকরণের প্রস্তাব অনুমোদনের জন্য এবং এই সংক্রান্ত প্রয়োজনীয় সাহায্য প্রদান করার জন্য তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ এবং বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিলে পত্র প্রেরণ করা হয়েছে। গভর্মেন্ট রিসোর্স প্লানিং (জিআরপি) বাস্তবায়নের মাধ্যমে মন্ত্রণালয় ও মিশনসমূহের মানবসম্পদ ব্যবস্থাপনাসহ অন্যান্য প্রশাসনিক কার্যক্রম পরিচালনা করা সহজ হবে।

৫.৪. পররাষ্ট্র বিষয়ক ও বানিজ্য বিষয়ক বিভিন্ন ক্ষেত্রে "Data Driven Decision Making" নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে নিউরাল নেটওয়ার্ক[৩] তৈরির কাজ করে যাচ্ছে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়[৪]।

৫.৫ প্রযুক্তিবিষয়ক সক্ষমতা ও পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের কর্মোদ্দীপনা বাড়াতে ব্লকচেইন টেকনোলজি ব্যবহারের নীতিগত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে। এ সংক্রান্ত প্রয়োজনীয় তথ্য উপাত্ত সংগ্রহ, যাচাই-বাছাই ও প্রাথমিক সমীক্ষা নিরূপণের কাজ চলছে[৫]।

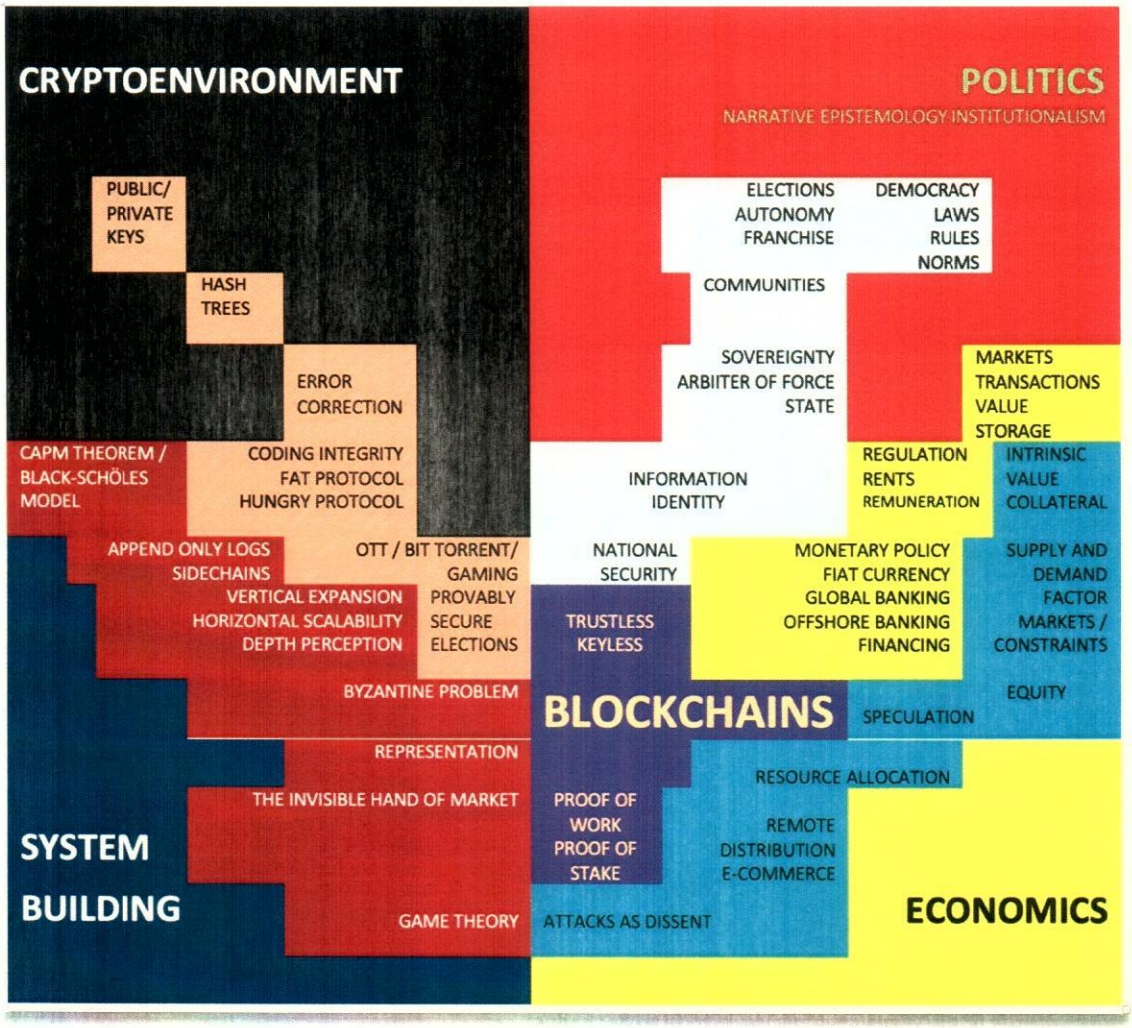


ব্লকচেইন ফ্রেমওয়ার্ক[৫]

২০২১-২২ অর্থ বছরে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের প্রথাগত, ধারণাগত এবং কাঠামোগত সংস্কারের অনেকগুলো দিক এক সাথে সমানে চলে আসে। মাননীয় পররাষ্ট্র মন্ত্রী/প্রতিমন্ত্রী/সচিবের সদয় নির্দেশক্রমে ই-গভর্নেন্স ও ইনোভেশন এই ধারণাগুলো একেবারে কেন্দ্রে নিয়ে আসার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। ই-গভর্নেন্স ও ইনোভেশন এর ধারণাগত পর্যায়ের এই কনসেপ্ট দুইটিকে ব্যবহার করে জনকূটনীতি[১], অর্থনৈতিক কূটনীতিসহ[২] কূটনীতির বিভিন্ন শাখায় পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের যে সাবলীল বিচরণ তাকে আরও সক্রিয়, সক্ষম এবং স্বমহিমায় উজ্জ্বল করে তোলার প্রচেষ্টা গৃহীত হয়। এরই ধারাবাহিকতায়, ই-গভর্নেন্স ও ইনোভেশন এর জন্য প্রথমেই পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের বিদ্যমান আইসিটি অবকাঠামোকে সবল করার ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়। পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের বিদ্যমান আইসিটি অবকাঠামো ছিল মন্ত্রণালয়ের সবচেয়ে দুর্বল অবকাঠামোগুলোর মধ্যে একটি। কিন্তু মাত্র এক বছরের কর্মপ্রচেষ্টায় এটি পরিণত হয়েছে শক্তিশালী, ঘাতসহ, নমনীয়, সহনশীল এবং ইনোভেটিভ আইসিটি অবকাঠামোগুলোর একটিতে। বর্তমানে আইসিটি শাখার তত্ত্বাবধানে সাতটি কার্যক্রম চলমান রয়েছে। এই সাতটি কার্যক্রমের মাধ্যমে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের ই-গভর্নেন্স ও ইনোভেশন এর সুদৃঢ় ভিত্তিমূল স্থাপিত হয়েছে। সেই ভিত্তিমূলের উপরে কাজ চলছে জনকূটনীতি ও অর্থনৈতিক কূটনীতির বিভিন্ন শাখার ধারণার বাস্তবায়ন যার ফলে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের দৈনন্দিন ও নিত্যনৈমিত্তিক কূটনীতি ও কনসুল্যার কেন্দ্রিক সেবাসহ অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে কার্যপরিধি, তৎপরতা এবং সফলতা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পেতে পারে। শীঘ্রই কূটনীতিতে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার প্রয়োগ পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের অভীষ্ট লক্ষ্যসমূহের একটি যা হবে তথ্যনির্ভর ও ব্লকচেইন কেন্দ্রিক। মন্ত্রণালয়ের ও সরকারের অন্যান্য সংশ্লিষ্ট দপ্তর এবং বিভিন্ন পর্যায়ের কর্মীদের জন্য একটি যুগোপযোগী ও অত্যাধুনিক কূটনৈতিক অবকাঠামো তৈরিতে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় বদ্ধ পরিকর।

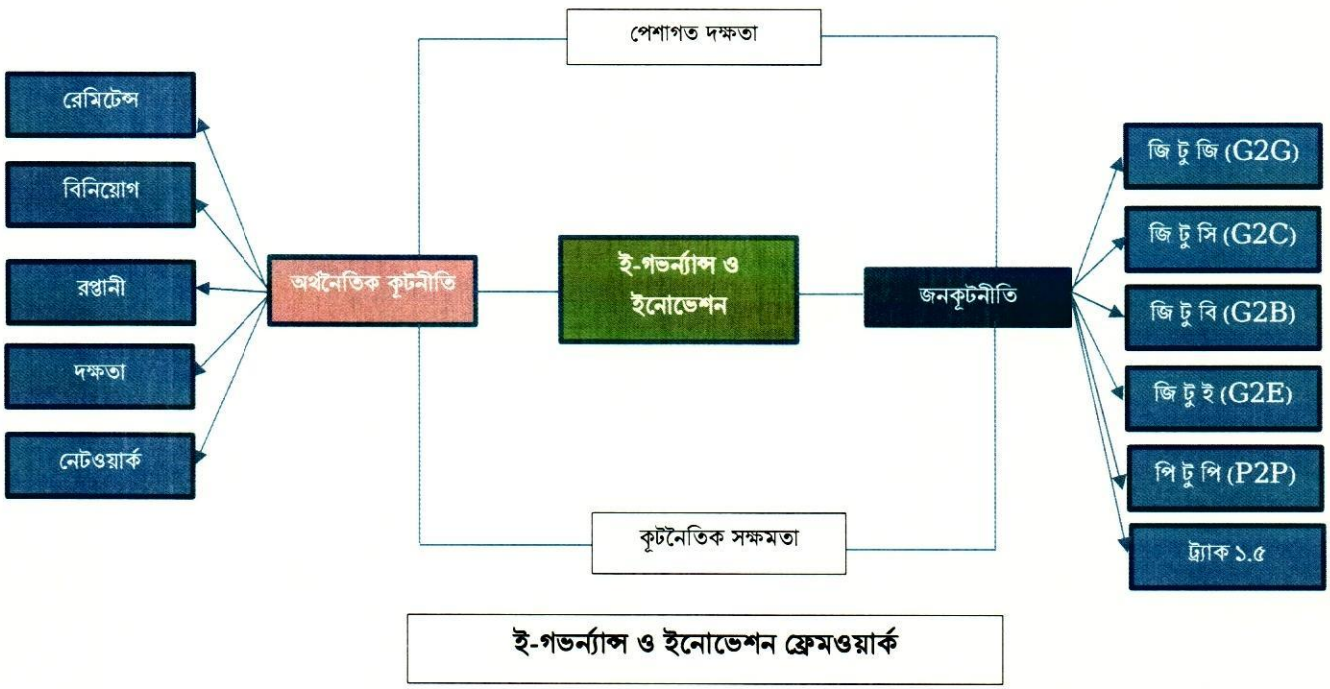


**ই-গভর্ন্যান্স ও ইনোভেশন ফ্রেমওয়ার্ক**

**ব্যাখ্যা**

ক. জি টু জি (G2G) – গভর্নমেন্ট টু গভর্নমেন্ট

খ. জি টু সি (G2G) – গভর্নমেন্ট টু সিটিজেন

গ. জি টু বি (G2B) – গভর্নমেন্ট টু বিজনেস

ঘ. জি টু ই (G2E) – গভর্নমেন্ট টু ইমপ্লয়ী

ঙ. পি টু পি (P2P) – পারসন টু পারসন

চ. ট্র্যাক ১.৫ – গভর্নমেন্ট, পাবলিক ও একাডেমিয়ার হাইব্রিড

০৬। পররাষ্ট্র বিষয়ক ও আন্তর্জাতিক বানিজ্য সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন ক্ষেত্রে ডাটা নির্ভর সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের ব্যবস্থা নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় ও বাংলাদেশ মিশনসমূহের মধ্যে নিউরাল নেটওয়ার্ক তৈরির উদ্যোগ গ্রহণ করেছে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়। এর মাধ্যমে নিয়মিত বিভিন্ন ধরণের তথ্য ও উপাত্ত বিশ্লেষণ করে তার ভিত্তিতে উপযুক্ত কার্যক্রম গ্রহণ করার ব্যবস্থা গড়ে তোলা হবে। এই সংক্রান্ত এই খসড়া ধারণাপত্র এই রিপোর্টের পরিশিষ্ট অংশে সংযুক্ত আছে।

**ভবিষ্যৎ ভাবনাঃ প্রযুক্তিগত দক্ষতা ও উন্নয়ন**

০৭। পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের উন্নয়ন ভাবনার মুলে রয়েছে দক্ষিণ এশিয়ার উপ আঞ্চলিক কানেকটিভিটি। বাংলাদেশের যোগাযোগ ব্যবস্থা এবং সাপ্লাই চেইন ব্যবস্থাপনার প্রতিটি স্তরে উদ্ভাবনী ভাবনা আর ডিজাইন ইনোভেশন নিয়ে কাজ করা হচ্ছে। সরকারি পর্যায়ে আর পিপিপি (সরকারি - বেসরকারি যৌথ উদ্দ্যোগে) ব্যবস্থাপনায় ধীরে ধীরে গড়ে উঠছে সড়ক, জনপথ, সেতু, উড়ালসেতু, মেট্রোরেল সহ মাস আরবান ট্রানজিট, বিদ্যুৎ আর জ্বালানি নেটওয়ার্ক। প্রায় সাড়ে ছয় কিলোমিটার এর মতো দীর্ঘ পদ্মা সেতু একাই জাতীয় অর্থনীতিতে যোগ করবে কমপক্ষে দেড় শতাংশের ওপর প্রবৃদ্ধি। বাংলাদেশে এখন কাজ করছে বঙ্গীয় ডেল্টা প্ল্যান ২১০০ আর রূপকল্প ২০৪১ নিয়ে। পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় বিশ্বাস করে যে জ্ঞানভিত্তিক সমাজ ব্যবস্থা গড়ে তোলার মাধ্যমে বাংলাদেশ গড়ে তুলতে মাধ্যমে বাংলাদেশের মানুষের সক্ষমতা আর জ্ঞানকে পূর্ণ ব্যবহারিক প্রজ্ঞায় পৌঁছে দেওয়া সম্ভব।

০৮। পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের দরকার নমনীয় এবং বিবর্তনশীল সিস্টেম। পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের দরকার বহুমাত্রিক নেটওয়ার্ক-কে ধারণ করতে পারে এমন অবকাঠামো। এর সাথে প্রয়োজন অধিকতর দক্ষ প্রযুক্তিগত সক্ষমতা তৈরী করতে পারে এমন প্রাযুক্তিক জ্ঞান। পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের দরকার রুলস অব প্রসিজিওর যা কিনা মুক্ত চিন্তা কে ধারণ করতে পারে এমন আইনি অবকাঠামো তৈরী করে দিতে পারে। আর সবচেয়ে বেশি যা প্রয়োজন তা হলো - প্রযুক্তিগত উৎকর্ষতায় পৌঁছে যাবার জন্য সর্বোচ্চ পর্যায়ের অভীক্ষা আর প্রতিজ্ঞা।

## অর্থনৈতিক কূটনীতি ও আইসিটি

০৯। পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের কার্যক্রমের অন্যতম অগ্রাধিকার ক্ষেত্র হলো অর্থনৈতিক কূটনীতি। অর্থনৈতিক কূটনীতির ক্ষেত্রে প্রচেষ্টাগুলোকে আরো সুসংহত ও সুদৃঢ় করতে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে আন্তর্জাতিক বিনিয়োগ, বাণিজ্য ও প্রযুক্তি বিভাগ স্থাপন করা হয়েছে। প্রযুক্তি, বাজার ও অর্গানাইজেশনের বৈশ্বিক ফ্রেমওয়ার্কের সাথে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় সংযোগ সুদৃঢ় করেছে। বিশ্ববাজার বিশ্লেষণ করে বাংলাদেশ থেকে পণ্য, সেবা ও বিভিন্ন সলিউশন রপ্তানি, বাংলাদেশীদের জন্য কর্মসংস্থান সৃষ্টির লক্ষ্যে কাজ করে চলেছে। মনে রাখা দরকার, ভবিষ্যতের শুরু আজকে এই মুহূর্ত থেকেই। পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় মনে করে যে যখন বাংলাদেশের দেশীয় সম্পদ ও দক্ষতা কাজে লাগিয়ে নিজেদের জন্য যেকোন সমন্বিত পরিকল্পনা তৈরি করা হবে, তখন আমাদের এই ৫টি বিষয় মাথায় রাখতে হবে - রেমিট্যান্স অর্জন, বিনিয়োগ, দেশের জনগণের উপকার তথা ফিলানথ্রপি, দক্ষতা বৃদ্ধি ও শক্তিশালী নেটওয়ার্ক সৃষ্টি। পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের উদ্দেশ্য বৈশ্বিক মার্কেট- যা শিল্প ও ভোক্তা উভয় পর্যায়েই গ্লোবাল সাপ্লাই চেইন মার্কেটে সুযোগ পাবে। এক্ষেত্রেও মন্ত্রণালয়ের অন্যতম অগ্রাধিকার ও কাজের জন্য সবচেয়ে ভাল সুযোগের একটি হল আইসিটি সেক্টর। আইসিটি সেক্টর শুধুমাত্র কম্পিউটার অথবা যোগাযোগ ক্ষেত্রেই সীমাবদ্ধ নেই এখন আর। বরং এই ক্ষেত্রটি এখন মানবজীবনের সর্বক্ষেত্রে, সর্ব কাজে, এমনকি চিন্তা ও ভাবনার জগতেও সদা বিরাজমান। চতুর্থ শিল্প বিপ্লবের প্রযুক্তিগত সুবিধাগুলোকে কাজে লাগাতে আমাদের এখনই প্রয়োজন দক্ষতা বৃদ্ধির কাজ শুরু করা। যদিও চতুর্থ শিল্প বিপ্লবের কিছু উপাদান আমাদের কাছে বৈজ্ঞানিক কল্পকাহিনী তুল্য মনে হয়, প্রকৃতপক্ষে এটি আসলে অনেক বেশি পরীক্ষামূলক এবং ডিজাইন-ড্রিভেন। শুধু একাডেমিক গন্ডিতে সীমাবদ্ধ না রেখে এই বিষয়ে ব্যাপক পরীক্ষা নিরীক্ষা , দক্ষতা অর্জন ও দেশের তরুণদের উদ্ভাবনী আইডিয়াগুলোকে বাস্তবে পরিণত করা প্রয়োজন। পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় আইসিটি ডিভিশনের সাথে দেশে প্রযুক্তি স্থানান্তর ও দেশীয় করণের কাজ করছে। এই বিষয়টি প্রাতিষ্ঠানিকীকরণের পদক্ষেপ গ্রহণও একান্ত প্রয়োজন।

**ডিজিটাল বাংলাদেশ - ইনোভেশন এবং এন্ট্রেপ্রেনিউরশিপ**

১০। চতুর্থ শিল্প বিপ্লবের এই যুগে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির ব্যবহার ইনোভেশন এবং এন্ট্রেপ্রেনিউরশিপ এর অবিচ্ছেদ্য অনুষঙ্গ। জননেত্রী শেখ হাসিনার সময়োপযোগী এবং সাহসী পদক্ষেপের কারণে এবং প্রধানমন্ত্রীর আইসিটি বিষয়ক মাননীয় উপদেষ্টা সজীব ওয়াজেদ জয় এর সুযোগ্য দিকনির্দেশনায় বাংলাদেশ আজ তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির ব্যবহারে এক অনন্য উচ্চতায় আসীন হয়েছে। শেখ হাসিনার 'ডিজিটাল বাংলাদেশ' আজ এক উজ্জ্বল বাস্তবতা। বাংলাদেশে আইসিটি আজ শুধু দেশের আর্থ-সামাজিক এবং প্রশাসনিক উন্নয়নেই ভূমিকা রাখছে না, একই সাথে তা আজ বিলিয়ন ডলার রপ্তানি আয়ের উৎসে পরিণত হয়েছে। ডিজিটাল বাংলাদেশের সুফল এই চলমান অতিমারীর মধ্যে স্বাস্থ্য, শিক্ষা, ব্যবসা-বাণিজ্য, ব্যাংকিং সহ জীবনের প্রায় সকল ক্ষেত্রে দেশের মানুষ ভোগ করছেন। পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় মনে করে যে তৈরী পোশাক, চামড়া, পাট, খাদ্য, পর্যটন, মানব সম্পদ ইত্যাদি প্রথাগত পণ্য ও সেবা ছাড়াও দেশের ক্ষুদ্র ও মাঝারি পর্যায়ের শিল্প ক্ষেত্র সহ অন্যান্য বহু ক্ষেত্রে সরকারি ও বেসরকারি বিভিন্ন উদ্যোগের সঙ্গে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের এবং পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে অবস্থিত মিশন সমূহ একসাথে কাজ করতে পারে এবং তার ফলে রাষ্ট্র, সরকার এবং জাতি উপকৃত হতে পারে।

১১। ভবিষ্যতের বাংলাদেশ গড়ার জন্য পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় অগ্রগণ্য ভূমিকা রাখতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। সুশাসন প্রতিষ্ঠা, অর্থনৈতিক উৎকর্ষতা ও জনগণের জীবনযাত্রা উন্নয়নের জন্য জ্ঞানভিত্তিক সমাজ গঠন ও প্রযুক্তিগত দক্ষতা অপরিহার্য। এ লক্ষ্যে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় আলোকবর্তিকার ভূমিকা পালন করতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের গৃহীত সুদূরপ্রসারী পরিকল্পনা ও কার্যক্রমের সফল বাস্তবায়ন [i]করা হলে শুধু পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ই উপকৃত হবে না, পুরো জাতিই এর সুফল ভোগ করবে।

---

১. জন কূটনীতি- জনকূটনীতির উদ্দেশ্য হচ্ছে - সরকারের বিভিন্নভাবে প্রচেষ্টার মাধ্যমে অর্জিত সফলতা বিশ্ববাসীর মাঝে মধ্যে তুলে ধরা। এরই অংশ হিসেবে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের ৮১ টি মিশনে রয়েছে। সেই মিশন গুলোতে বঙ্গবন্ধু কর্ণার চালু রয়েছে। সেখানে শুধু মাত্র বই ভিডিও থাকবে না, সেখাঙ্কার ফিনটেক, প্রবাসীদের সাথে, নীতি প্রণয়নকারী প্রতিষ্ঠান, বিভিন্ন উন্নত বিশ্ববিদ্যালয়ের সাথে সারা বছর ওয়ার্কশপ, সেমিনার করবে। বঙ্গবন্ধুর সংগ্রাম, ত্যাগ, তিতিক্ষা সম্পর্কে বিশ্বকে জানান দেবে। সরকারের অভাবনীয় সাফল্যে, সামাজিক, অর্থনৈতিক বিকাশ, শান্তি সংগ্রামে নিজেদের অবস্থান জানান দেবে বঙ্গবন্ধু কর্ণার। এছাড়াও বঙ্গবন্ধু লেকচার সিরিজ চালু করা হয়েছে যেখানে বক্তব্য প্রদান করেছেন জাতিসংঘের প্রাক্তন সেক্রেটারি জেনারেল বানকিমুন, রোবর লোডের, অমর্ত্য সেন, প্রফেসর জেফরিসেট। এর মাধ্যমে দেশের উন্নয়ন বিদেশেও সগর্বে প্রচারিত হবে।

২. অর্থনৈতিক কূটনীতি – মূলত পাঁচটি জিনিসের উপর দিকনির্দেশনা দেওয়া হয়েছে।

এক. মানবসম্পদ – এই মানব সম্পদের কর্মসংস্থান বাড়াতে দেশে বিনিয়োগ বাড়াতে হবে। এই বিনিয়োগ পরিধি বাড়ানোর জন্য জোর তৎপরতা চালানো হয়েছে।

দুই. বাণিজ্য – বাণিজ্য বৃদ্ধির লক্ষ্যে বাণিজ্যের বৈচিত্র্য আনতে, পরিধি বাড়াতে, নতুন গন্তব্য সৃষ্টি করতে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় কাজ করছে। এই বাণিজ্য বাড়ানোর জন্য একটি বাণিজ্য উইং চালু হয়েছে। ট্রেড ইনভেসমেন্ট এন্ড আই টি উইং এর মাধ্যমে বাণিজ্য বাড়ানোর জন্য বিভিন্ন রকম প্রযুক্তি ও ব্যবহার করছে।

তিন. গেইনফুল ইমপ্লোয়মেন্ট অফ আওয়ার রির্সোসেস – মানবসম্পদের কর্মসংস্থান বাড়াতে বিদেশে নতুন নতুন গন্তব্য খুঁজছে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়।

চার. টেকনোলজি ট্রান্সফার – বাস্তব সমস্যার আলোকে প্রযুক্তি নির্ভরতা বাড়াতে প্রোগ্রাম, প্রোসেস, রুলস, রেগুলেশনস এর প্রতি গুরুত্ব প্রদান করা হয়েছে।

পাঁচ. গুণগত সেবা –প্রবাসীদের এবং বিদেশীদের সেবার মান উন্নয়নে হটলাইন চালু করা হয়েছে। দূতাবাস নামক একটি প্যাকেজ চালু করা হয়েছে। এছাড়াও মাইগভ নামে আর একটি প্যাকেজ চালু রয়েছে। এর মাধ্যমে বাড়িতে বসে সেল ফোনের মাধ্যমে বিভিন্ন রকম সেবা গ্রহণ করা সম্ভব হবে।

৩. নিউরাল নেটওয়ার্ক (Neural Network) বলতে প্রথাগতভাবে একটি নেটওয়ার্ক অথবা একটি জৈবিক নিউরনের (Biological Neurons) সার্কিটকে বোঝানো হয়। তবে আধুনিক যুগে নিউরাল নেটওয়ার্ক বলতে একটি নেটওয়ার্ক কে বোঝায় যা আর্টিফিসিয়াল নিউরাল নেটওয়ার্ক (Artificial neural network) নামে পরিচত, যা মূলত আর্টিফিসিয়াল নিউরন বা নোডের সমন্নয়ে তৈরি হয়। নিউরাল নেটওয়ার্ক শব্দটির দুইটি আলাদা ব্যবহার রয়েছেঃ

ক. জৈবিক নিউরাল নেটওয়ার্ক হচ্ছে প্রকৃত জৈবিক নিউরন নেটওয়ার্ক যার মাধ্যমে স্নায়ুতন্ত্র একে অপরের সাথে যোগাযোগ করে থাকে। স্নায়ুবিজ্ঞান এদেরকে নিউরন এর দল হিসেবে শনাক্ত করে।

খ. কৃত্রিম নিউরাল নেটওয়ার্ক তৈরি হয়েছে মূলত কৃত্রিম নিউরনের (প্রোগ্রামিং দ্বারা নির্মানকৃত জৈবিক নিউরনের অনুরূপ) সংযোগ দ্বারা। কৃত্রিম নিউরাল নেটওয়ার্ক কে ব্যবহার করে জৈবিক নিউরাল নেটওয়ার্ক কে বোঝা সম্ভব অথবা প্রকৃত জৈবিক মডেল তৈরি না করেও কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার (Artificial Intelligence) অনেক সমস্যা সমাধান করা সম্ভব। প্রকৃতপক্ষে, জৈবিক স্নায়ুতন্ত্র অসম্ভব জটিল এবং এর কিছু বৈশিষ্ট্যের কারণে একে দিয়ে কৃত্রিম নেটওয়ার্ককে বুঝানো অত্যন্ত দুরহ বলে মনে হয়।

৪. পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় ডিজিটাল বাংলাদেশের বীরত্বপূর্ণ অগ্রযাত্রার সাথে তাল মিলিয়ে সবসময় কাজ করে চলেছে। আইসিটি সংক্রান্ত কার্যাবলি বর্তমান সরকারের অন্যতম অগ্রাধিকারভুক্ত খাত। এরই ধারাবাহিকতায় বিগত বছরগুলোতে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় আইসিটি কেন্দ্রিক কার্যক্রম জোরদার করেছে। পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় মাইগভ প্ল্যাটফর্মের মাধ্যমে বাংলাদেশের একেবারে তৃণমূল পর্যায়ে ইউনিয়ন ডিজিটাল সেন্টারের মাধ্যমে জনগণের নিকট পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের নাগরিক সেবাসমূহ পৌঁছে দেওয়ার ব্যবস্থা করেছে। এছাড়া এই অ্যাপের মাধ্যমে বিদেশে অবস্থিত প্রবাসীদের নিকট দূতাবাসসমূহের সেবা ডিজিটাল মাধ্যমে প্রদান করা সম্ভব হচ্ছে।

মন্ত্রণালয় a2i এবং আইসিটি ডিভিশনের সহায়তায় ইউনিফাইড ওয়েবসাইটের কাজ সম্পন্ন করেছে - এর মাধ্যমে প্রায় এক দশক দীর্ঘ উদ্যোগের সমাপ্তি হয়েছে। ইউনিফাইড ওয়েবসাইটের মাধ্যমে ৮১ টি বাংলাদেশ মিশন ও মন্ত্রণালয়ের ওয়েবসাইটের আউটলুক একই থাকবে, কিন্তু তথ্য ভিন্ন থাকছে । পোর্টালটি অ্যাক্সেস করার জন্য শুধুমাত্র মিশনের নামটি keying-in করা প্রয়োজন। ওয়েবসাইটে এড্রেস ও মেনু বার ও একই রকম থাকছে । যেকোন রাষ্ট্রীয় অনুষ্ঠান বিশ্বের সকল প্রান্তে একই সঙ্গে এবং সমান্তরালে প্রচারের ব্যবস্থাও থাকছে এই ইউনিফাইড ওয়েবসাইটে | সবচেয়ে বড় বিষয় হলো আমাদের তথ্য নিরাপত্তা এবং সম্পূর্ণ দেশীয় প্রযুক্তির ওপর নির্ভরশীলতা | এখন থেকে মিশনগুলো নিজেরাই ডেভেলপার হিসেবে কাজ করতে পারবে এবং কোন বিদেশী সংস্থার ওপর নির্ভর না করে শুধুমাত্র নিজস্ব প্রযুক্তিতে নিজেরাই ওয়েবসাইট মেইনটেন্যান্স এবং ডেভেলপমেন্টের কাজ করতে সক্ষম হবে |
পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় সরকারের অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের সাথে একটি ডাটা ভিত্তিক শক্তিশালী ও অবিচ্ছিন্ন নিউরাল নেটওয়ার্ক গড়ে তোলার কাজ করছে যা কেবল ব্যবসা-বাণিজ্য বা বিনিয়োগের ক্ষেত্রেই নয়, বরং স্বাস্থ্য, শিক্ষা, শিল্প, সংস্কৃতি, সঙ্গীতের ক্ষেত্রেও বিস্তৃত এবং সর্বোপরি – সরাসরি মানুষে মানুষে যোগাযোগ বাড়াতে ভূমিকা রাখবে। বিদেশে ৮১টি দূতাবাস রয়েছে এবং পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় এই নেটওয়ার্কটি জাতির জন্য, প্রবাসী সম্প্রদায়ের জন্য এবং সর্বোপরি বিশ্বের শান্তি ও স্থিতিশীলতার জন্য ব্যবহার করতে পারবে।

৫. BLOCKCHAINS: Gaming and Collusion: A Reading in Political Economy (Political Economy of AI)